গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১০ সংখ্যা | ১ - ৭ অক্টোবর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

এখনই কৃষকদের দাবি মানো

ভারত বনধে সরকারকে হুঁশিয়ারি দেশবাসীর

কমরেড প্রভাস ঘোষের অভিনন্দন

২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ওই দিনই এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত বনধের এই সফলতা দেখিয়ে দিয়েছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষায় যে কালা কৃষি আইন ও জনবিরোধী বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল চাপিয়ে দিয়েছে তাকে এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুব সহ সমস্ত স্তরের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটা আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে, স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার যত একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে চলবে ততই কৃষকদের পাশাপাশি সমস্ত স্তরের খেটে-খাওয়া মানুষ আরও বেশি দৃঢ়তার সাথে আন্দোলন জোরদার করে তুলবেন।

সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকা ভারত বনধে আন্তরিকভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য দেশের জনগণকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আর কোনও টালবাহানা নয়, একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজি মালিকদের হাতে কৃষিকে সম্পূর্ণ তুলে দিতে বিজেপি সরকারের চাপিয়ে দেওয়া তিনটি কৃষি আইন, জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল অবিলম্বে বাতিল করো— ২৭ সেপ্টেম্বর সারা ভারত জুড়ে ধ্বনিত হল এই দাবি।

২০২০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিন কালা কৃষি আইনে সই করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। সারা দেশের কৃষক, মজুর, চাকরিজীবী থেকে শুরু করে নিত্য ঘর সামলানো গৃহবধূদের কাছে এ এক কালা দিন হয়ে আছে। তাঁদের ভাতের থালা ধরেই যে টান দিয়েছে সরকার। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবাদাস হিসাবে দায়িত্বপালন করতে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার পুরো কৃষি ব্যবস্থা, খাদ্যপণ্যের বাজারটাকেই তুলে দিয়েছে একচেটিয়া মালিকদের হাতে। ২০২১-এর সেই দিনটিতেই দেশজুড়ে বনধের ডাক দিয়েছিল সংযুক্ত কিসান মোর্চা, যার অন্যতম

চারের পাতায় দেখুন

কলকাতার হাজরা মোড়ে দলের কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

আসামের গুয়াহাটিতে কর্মীদের উপর পুলিশি হামলা

হরিয়ানার সোনেপতে রেল অবরোধে এআইকেকেএমএস

বন্যা বিধ্বস্ত দুই মেদিনীপুরে

ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর এগরা মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয়— কৃষি ফসল ও ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সকলের জন্য খাদ্য পৌঁছে দিতে হবে, বন্যা বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ ও ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে হবে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সন্তানসম্ভবা মা ও শিশুদের ত্রাণশিবিরে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, বন্যা বিধ্বস্ত এলাকাগুলির খাল-নালাগুলি সংস্কার করে দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে, বাগুই-কেলেঘাই নদী সংস্কার করতে হবে এবং নদীবাঁধের বিপজ্জনক জায়গাগুলি কংক্রিটের করতে হবে, ত্রাণ, ক্ষতিপূরণ বন্টনে

পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা এসডিও অফিসে বিক্ষোভ। ২০ সেপ্টেম্বর

দুয়ের পাতায় দেখুন

আসামে দরিদ্র মানুষের উপর বিজেপি সরকারের বর্বর আক্রমণ

ধিক্কার এস ইউ সি আই (সি)-র

দরিদ্র গ্রামবাসীদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য আসামের বিজেপি সরকারের পুলিশ যে চরম নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তা দেখে ধিক্কারে ফেটে পড়েছেন সারা দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। ২৩ সেপ্টেম্বর আসামের দরং জেলার ধলপুর গ্রামে দরিদ্র গ্রামবাসীদের পুনর্বাসন ছাড়াই উচ্ছেদ অভিযানে নেমে বিজেপি সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে তিনজনকে হত্যা করেছে, আহত বহু। যতটুকু ছবি বাইরে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে পাতলা একটি লাঠি হাতে থাকা এক গ্রামবাসীকে ঘিরে ধরে একেবারে অত্যাধুনিক অস্ত্র থেকে গুলিবৃষ্টি করছে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী। পুলিশের সাথে আসা ফটোগ্রাফার তীব্র আক্রোশে গুলিবিদ্ধ মানুষটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে, মুখে লাথি মেরে চলেছে চরম পৈশাচিকতায়। পুলিশ কর্মীদের সাথে মিলে তার জান্তব উল্লাস দেখে শিউরে উঠেছে সারা দেশ।

করোনা মহামারিতে যখন সারা দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত সে সময়টাকেই আসাম সরকার বেছে নিয়েছে দরিদ্র মানুষদের উচ্ছেদের জন্য। এমনকি সুপ্রিম কোর্টও যখন পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা যাবে না বলে রায় দিয়েছে, সে নির্দেশকেও কার্যত গুলি মেরেই উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার।

পাঁচের পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারের অপব্যবহার করে সর্বোচ্চ স্তরের দুর্নীতি

পি এম কেয়ার্স

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

আমরা বিস্ময়ের সাথে দেখলাম, দিল্লি হাইকোর্টে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের এক আন্ডার সেক্রেটারি হলফনামা দিয়ে বলেছেন, 'দ্য প্রাইম মিনিস্টারস সিটিজেন অ্যাসিসটেন্স অ্যান্ড রিলিফ ইন এমারজেন্সি সিচুয়েশনস' বা 'পিএম কেয়ারস ফান্ড' যা ২০২০-র মার্চ মাসের শেষদিকে গঠন করা হয়, তা কোনও সরকারি তহবিল নয়। সে জন্য এই ফান্ড 'তথ্যের অধিকার' আইনের আওতায় পড়ে না এবং সরকারি হিসাব পরীক্ষক 'কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটরস জেনারেল' (সিএজি)-র অডিটের এক্তিয়ারের মধ্যেও তা নেই। অথচ ফান্ড তৈরির সময় ঘোষণা করা হয়েছিল, করোনা মহামারিজনিত পরিস্থিতিতে যে কোনও জরুরি বা দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলা'-র জন্য 'সুনির্দিষ্ট জাতীয় তহবিল' হিসাবে এটা ব্যবহৃত হবে। এই ফান্ডের বিজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রীর ছবি এবং সরকারের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকার 'প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল' থাকা সত্ত্বেও নতুন করে এই তহবিল গড়ে তুলতে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর সরকার কখনও দেয়নি। বেসরকারি সূত্র থেকে যতটুকু সংবাদমাধ্যম জেনেছে তাতে দেখা যাচ্ছে এর কলেবর ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

সরকার যতই বলুক এই ফান্ড কোনও সরকারি কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রিত নয় এবং ব্যক্তিগত উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করছে, এতে প্রাথমিকভাবে জমা পড়া ৯ হাজার ৬৭৮ কোটি টাকার মধ্যে ৪ হাজার ৩০৮ কোটি টাকাই দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা। সরকারি কর্মচারীদের একদিনের বেতন কেটে ৪৩৯ কোটি টাকা ফান্ডে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রক, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও ব্যাঙ্ক এই ফান্ডে অনুদান দিয়েছে। প্রশ্ন হল, এই দানশীলতার কতটা স্বেচ্ছায় এবং কতটা গোপন আদেশের ফলে সৃষ্ট? একচেটিয়া মালিকরা এবং কর্পোরেট সংস্থার থেকে বেশ বড় অঙ্কের অনুদান এসেছে। বিজেপি সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে পিএম কেয়ারস ফান্ডের অনুদানকে করমুক্ত করে দেওয়ার ফলে এই ফান্ড কায়েমি স্বার্থবাজদের কাছে বিপুল পরিমাণ হিসাব বহির্ভূত টাকা পাচার এবং কর ছাড় পাওয়ার লোভনীয় পথ হয়ে উঠেছে। এই ফান্ডের টাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনও রকম স্বচ্ছতা নেই।

'নরেন্দ্র মোদী কেয়ারস'-এর বদলে এই ফান্ডের নাম পিএম কেয়ারস হল কেন? কেন তিনজন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী এই ফান্ডের ট্রাস্টে কর্মকর্তা হিসাবে আছেন? কেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একজন আন্ডার সেক্রেটারি এই ফান্ড দেখাশোনার জন্য 'সাম্মানিক' দায়িত্ব পালন করছেন? কেন ফান্ডের অফিসিয়াল ঠিকানা 'প্রধানমন্ত্রীর দফতর, সাউথ ব্লক, নিউ দিল্লি'? মারাত্মক মহামারির সুযোগে বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা এবং তারপর তহবিলে কত টাকা এল গেল, তার কোনও হিসাব দেওয়ার দায় অস্বীকার করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারের অপব্যবহার ছাড়া একে আর কী বলা যায়? সর্বোচ্চ স্তরের দুর্নীতি ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় কি?

এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সমস্ত বিচারেই এই ফান্ডে জমা সমস্ত টাকা সরকারি টাকা, ফলে এর আয়-ব্যয় সরকারি নিয়ম মেনেই হিসাবের আওতায় আসা দরকার এবং এর সমস্ত তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে।

সেবার ভেক ধরে প্রকাশ্যে এইভাবে টাকা নয়ছয় করার কাজকে আমরা তীব্র নিন্দা করছি। জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, খতিয়ে দেখুন, শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির দাসত্ববৃত্তি এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিজেপি সরকার এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী কী ভাবে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে এইরকম অপরাধ করে চলেছেন! এই চরম দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত করুন।

ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি

একের পাতার পর

সর্বদলীয় কমিটি করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, স্থায়ীভাবে বন্যা প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অবিলম্বে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দ করে শীলাবতী নদী সংস্কারের কাজ শুরু, ঘাটাল থেকে শ্যামসুন্দরপুর পর্যন্ত নদীবাঁধ উঁচু করে নির্মাণ সহ নদীর দিকের অংশে কংক্রিটের স্ল্যাব বসিয়ে শক্ত করা ও শীলাবতীর সাহেবঘাটে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ সহ ৯ দফা দাবিতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি, সাহেবঘাট ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটি ও ঘাটাল-শ্যামসুন্দরপুর নদীবাঁধ রক্ষা কমিটি-র যৌথ উদ্যোগে ২২ সেপ্টেম্বর ঘাটালের মহকুমা শাসক ও সেচ দপ্তরের আধিকারিক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, জমা জল দ্রুত নিষ্কাশন, ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে ২৫ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। একই দাবিতে তমলুকে ইরিগেশন দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ওইদিনই কোলাঘাট ও ময়না ব্লকের বিডিও-র কাছে দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

জেলার বন্যাদুর্গত এলাকাকে বন্যা কবলিত ও জলবন্দি মৌজাকে জলবন্দি মৌজা হিসাবে ঘোষণা করে ক্ষতিগ্রস্ত পানচাষি সহ সমস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে এআইকেকেএমএস এবং পানচাষি সমন্বয় সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর তমলুকের নিমতৌড়ীতে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ত্রাণের কাজে এআইডিএসও

এআইডিএসও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি বন্যাকবলিত মানুষদের সাহায্যার্থে মেদিনীপুর শহরে ত্রাণ সংগ্রহে নেমেছে।

সবং ব্লকের খড়িকা গ্রামে কমিউনিটি কিচেন করে ৭০০ জনকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

২২ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বন্যা দুর্গত পটাশপুর থানার ১০ নম্বর ব্রজলালপুর অঞ্চলের তারট, বনমালীচক, দক্ষিণ রাউতারা, পাহাড়পুর, ইড়দা, পাহাড়পুর, গোয়ালদা, গাবডাঙ্গর সহ সংলগ্ন গ্রামের শতাধিক পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে।

ফি মকুবের দাবি ঃ বন্যাকবলিত এলাকায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসামগ্রী প্রদান করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত প্রকার ফি মকুবের দাবিতে ২৩ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ছবি ঃ সবংয়ে ত্রাণশিবির

নাবালিকা নির্যাতনের প্রতিবাদ

৯ সেপ্টেম্বর হুগলির হরিপাল থানার নালিকুল গ্রামে নয় বছরের নাবালিকার উপর ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে ১৬ সেপ্টেম্বর নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে সুপার এবং জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় এবং কোচ কুন্তলা ঘোষদস্তিদার ও জাতীয় মহিলা বাস্কেট বল খেলোয়াড় অনিতা রায়, কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বন্দিতা পাত্র, চৈতালী সিনহা প্রমুখ। জেলাশাসক দোষী ব্যক্তির কঠোর শাস্তির আশ্বাস দেন এবং বালিকার চিকিৎসা এবং আর্থিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে ওই প্রতিনিধিদল মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মার সাথে কথা বলেন ও সর্বতোভাবে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

জীবনাবসান

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহর লোকাল কমিটির একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড মনবোধ বাউরী বয়সজনিত নানা অসুখে আক্রান্ত হয়ে ২০ জুন প্রয়াত হয়েছেন।

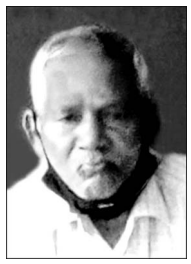

কমরেড মনবোধ বাউরী ৬০'-এর দশকে যৌবনে একজন বিড়ি শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। সে সময় রঘুনাথপুর এলাকার বিড়ি শ্রমিকদের দুরবস্থা দূর করতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দলের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের সাথে কমরেড মনবোধ বাউরী যুক্ত হন এবং এর ধারাবাহিকতায় প্রয়াত জননেতা কমরেড ভাস্কর ভদ্রের মাধ্যমে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। বিড়ি শ্রমিকদের সমস্যা, তসর শ্রমিকদের সমস্যা, রিক্সা ও মুটিয়াদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন সহ দলের বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে রঘুনাথপুর পৌরসভার জঞ্জাল-অপসারণ বিভাগের কর্মী হিসেবে পৌরসভার অভ্যন্তরে নানা দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং পৌর কর্মচারী সমিতির সক্রিয় সদস্যে পরিণত হন। প্রথাগত লেখাপড়া তাঁর খুব বেশি না থাকলেও দলের সাহচর্যে তিনি উন্নত নৈতিকতা ও সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন। নানা প্রলোভন এবং ভয়-ভীতিকে তুচ্ছ করে আপন আদর্শে তিনি অবিচল ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা, অর্থনৈতিক সংকট ও পারিবারিক সমস্যাকে তুচ্ছ করে সংগঠনের দেওয়া কাজগুলি অত্যন্ত যত্ন সহকারে করে যেতেন। দলের মুখপত্র যেমন তিনি নিজে পড়তেন, সাধ্যমতো এলাকাতে বিক্রি করতেন। গুরুত্বপূর্ণ লেখা বিভিন্ন জনকে পড়তে অনুরোধ করতেন। জুনিয়র কমরেডদের প্রতি খুবই স্নেহশীল ছিলেন। তিনি যে কোনও আলোচনা মন দিয়ে শুনতেন। আবার কোনও প্রশ্ন থাকলে সরাসরি নির্দ্বিধায় বলতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

৪ জুলাই রঘুনাথপুর শহরে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বহু সাধারণ মানুষ সভায় উপস্থিত হন। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা।

কমরেড মনবোধ বাউরী লাল সেলাম

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব

প্রভাস ঘোষ

২০২০ সালের ২৮ নভেম্বর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সমগ্র দেশের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে ইংরেজিতে একটি আলোচনা করেন যা অনলাইনে সম্প্রচারিত হয়। ৫ আগস্ট মহান এঙ্গেলসের ১২৬তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে সেই ইংরেজি আলোচনাটির বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। অনুবাদে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের। এবার পঞ্চম পর্ব।

— সম্পাদক, গণদাবী

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অগ্রগতির একটি ফলক

১৮৪৮ সালে লেখা 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে এবার আমি বলব। সেই সময় মার্কস ও এঙ্গেলস দু'জনেই 'কমিউনিস্ট লিগ' সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংগঠনটি প্রস্তাব করেছিল, বলা ভাল, তাঁদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিল 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর খসড়া রচনার জন্য। এই 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র খসড়া তৈরির আগে এঙ্গেলস 'সাম্যবাদের মূলনীতি'-র একটি খসড়া রচনা করেছিলেন, যা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

১৮৮৩ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র জার্মান সংস্করণ প্রকাশনার বছরেই মার্কসের মৃত্যুর কারণে গভীর বেদনা নিয়ে এঙ্গেলস লিখলেন ঃ

"বর্তমান সংস্করণের ভূমিকায়, হায় আমাকে একাই সই করতে হচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র শ্রমিক শ্রেণি যাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী, সেই মার্কস হাইগেট সমাধিভূমিতে শায়িত আছেন এবং তাঁর সমাধির উপর ইতিমধ্যেই তৃণরাজি মাথা তুলেছে। তাঁর মৃত্যুর পর ইস্তেহারে সংশোধন বা সংযোজন অভাবনীয়। তাই এখানে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার স্পষ্টভাবে বলা আমি প্রয়োজন মনে করি — ইস্তেহারের ভিতরে যে মূলচিন্তা প্রবহমান তা হল এই— ইতিহাসের প্রতিটি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং তা থেকে আবশ্যিকভাবে গড়ে ওঠে যে সমাজ-সংগঠন তা-ই থাকে সে যুগের রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসের মূলে; তার পরিণামে সমগ্র ইতিহাস (আদিম সমাজ ব্যতীত) হয়ে এসেছে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের শোষক ও শোষিত, অধীনস্থ ও অধিপতি শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস; কিন্তু এই লড়াই আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণি নিজেকে শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণির কবল থেকে উদ্ধার করতে গেলে একইসঙ্গে গোটা সমাজকে শোষণ, নিপীড়ন ও শ্রেণিসংগ্রাম থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি না দিয়ে পারে না — এই মূল চিন্তাটি সম্পূর্ণরূপে একান্তই মার্কসের।"

মার্কস সম্পর্কে ১৮৮১ সালে বার্নস্টাইনকে এক চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছেন যে, "তত্ত্বগত ও বাস্তব প্রয়োগে অবদানের দ্বারা মার্কস নিজে এমন স্থান অর্জন করেছেন যে সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের সেরা মানুষরা তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখেন। কঠিন সময়ে তারা তাঁর পরামর্শের মুখাপেক্ষী হন, তারপর স্বাভাবিকভাবেই সেরা পরামর্শ পান, ... ফলে, বিষয়টা এমন নয় যে মার্কস জনগণের উপর তাঁর মতামত এবং তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেন। এটার উপরই নির্ভর করে রয়েছে আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসের অদ্ভুত প্রভাব, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

এঙ্গেলস সম্পর্কে পল লাফার্জ

এঙ্গেলস-এর মৃত্যুর পর মার্কসের জামাতা পল লাফার্জের কিছু কথা এখন আমি উদ্ধৃত করব। তিনি লিখেছেন— "এঙ্গেলসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৮৬৭ সালে— যে বছর মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। মার্কস আমাকে বললেন, 'তুমি তো আমার মেয়ের ভাবী স্বামী, তোমাকে এঙ্গেলসের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতেই হবে'। ... মার্কসের কথা উল্লেখ না করে এঙ্গেলসের সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁদের দু'জনের জীবন-সূত্র এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে গাঁথা ছিল, যেন তা একটাই জীবন।" (সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, খণ্ড-৯, সংখ্যা-৮, ১৫ আগস্ট ১৯০৫)

এঙ্গেলস, যিনি ইংল্যান্ডে থেকে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব, শ্রমিকদের অবস্থা, শিল্পের বিকাশ, চার্টিস্টদের আন্দোলন অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ করতেন, মার্কসের মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন, এর আগে পর্যন্ত মার্কস প্রধানত আগ্রহী ছিলেন দর্শন, ইতিহাস, আইন এবং অংকশাস্ত্রে। এঙ্গেলসই প্রথম তাঁকে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রে মনোযোগ দিতে পরামর্শ দেন। শীঘ্রই মার্কসের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে অর্থনীতির অনুশীলনের মধ্যেই সমাজের এবং ধ্যান-ধারণার ইতিহাসের চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া যাবে। এঙ্গেলস আমাকে বলেছিলেন যে, ১৮৪৮ সালে প্যারিসে তাঁর কাছে মার্কস প্রথম ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার তত্ত্বটির রূপরেখা তুলে ধরেন।

এঙ্গেলস ও মার্কস একত্রে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। হাতে প্রয়োজনীয় তথ্য ইত্যাদি না থাকলে মার্কস কাজ শুরু করতে পছন্দ করতেন না এবং মাঝে মাঝে কাজ শুরু করতে একেবারেই ভরসা পেতেন না। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে এসব ক্ষেত্রে এঙ্গেলস অনেক সময়ই মার্কসকে উদ্দীপিত করতেন।

এঙ্গেলসের জ্ঞানের ব্যাপ্তি এবং তাঁর মনের বিস্ময়কর প্রখরতা, যার ফলে তিনি বিদ্যুৎগতিতে কোনও কিছু বুঝতে সমর্থ হতেন, তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে মার্কসের কখনও শ্রান্তি ছিল না। এঙ্গেলসও সব সময়ই প্রস্তুত থাকতেন মার্কসের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিতে। যখন তাঁরা একসাথে থাকতেন না, তাঁরা একই বিষয়ে চর্চা করতেন, যাতে একে অপরের গবেষণার ফলাফল নিয়ে মতের আদান-প্রদান করতে পারেন। তাঁরা একে অপরের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন ... উভয়েই সব সময় চিন্তা করতেন কী করে একে অপরকে সহযোগিতা করা যায়, এবং দু'জনেই একে অপরকে নিয়ে গর্বিত ছিলেন। ... মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল মার্কসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলি ভালভাবে পড়ে ছাপার উপযোগী করে তৈরি করা। 'পুঁজি'র শেষ দুটি খণ্ড প্রস্তুত করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে এঙ্গেলস জ্ঞানজগতের সর্বজনীন দর্শন সম্পর্কিত তাঁর কাজ, যার জন্য তিনি দশ বছরেরও বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন এবং বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তা একদিকে সরিয়ে রাখেন।"

মার্কসের বিকাশে এঙ্গেলসের অবদান

আমি এখন বলতে চাই যে, মার্কসের বিকশিত হওয়ার সংগ্রামে এঙ্গেলসেরও অবদান ছিল। সমস্ত সত্তাই বিকাশ লাভ করে দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা। মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যেকার আবেগময় বন্ধন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। একথা ঠিকই যে মার্কস ছিলেন এঙ্গেলসের অগ্রগামী— যেটা এঙ্গেলস নিজেই বলেছেন। মার্কসের নেতৃত্বকারী ভূমিকা ও সাহায্য ছাড়া এঙ্গেলস বিকশিত হতেন না। আবার মার্কসের অগ্রগতিতেও এঙ্গেলস যথেষ্ট পরিমাণে অবদান রেখেছিলেন, যে কথা বলে গেছেন লেনিন, যিনি এঙ্গেলসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠায় মার্কসের সহকর্মী বা সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। ফলে, মার্কস সম্পর্কে বলতে গিয়ে এঙ্গেলস যদিও বলেছিলেন— 'আমি সব সময়েই ছিলাম দ্বিতীয় বেহালাবাদক'— কথাটিকে পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। বিশেষ করে বিজ্ঞানের কিছু বিষয়ে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া প্রয়োগে তাঁর নিজস্ব অবদান ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা ও বিকশিত করার ক্ষেত্রেও দেখা যাবে এঙ্গেলসের অসাধারণ সৃজনশীলতা, যেগুলি মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

এখন আমি আপনাদের জানানোর জন্য বইয়ের একটি তালিকা পড়ে শোনাব— যা তাঁরা যৌথভাবে এবং এঙ্গেলস এককভাবে লিখেছিলেন।

১৮৪৫ ঃ ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা, লিখেছেন এঙ্গেলস

১৮৪৬ ঃ জার্মান ইডিওলজি, মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথ রচনা

১৮৪৭ ঃ সাম্যবাদের মূলনীতি, এঙ্গেলস লিখিত

১৮৪৭-১৮৪৮ ঃ কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার, মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা

১৮৫১-১৮৫৩ ঃ জার্মানিতে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব, এঙ্গেলসের লেখা

১৮৫৯ ঃ কার্ল মার্কস ঃ রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনায় অবদান — এঙ্গেলস

১৮৭৪ ঃ ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা, এঙ্গেলস

১৮৭৫ ঃ রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক, এঙ্গেলস

১৮৭৫-১৮৭৬ ঃ প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতার ভূমিকা, এঙ্গেলস

১৮৭৬ ঃ বানর থেকে মানুষে বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা, এঙ্গেলস

১৮৭৭ ঃ সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক, এঙ্গেলস

১৮৭৭ ঃ কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস

১৮৭৮ ঃ অ্যান্টি-ড্যুরিং, এঙ্গেলস

১৮৮৪ ঃ পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, এঙ্গেলস

১৮৮৫ ঃ কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস, এঙ্গেলস

১৮৮৬ ঃ ল্যুডভিগ ফুয়েরবাক ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান, এঙ্গেলস

১৮৭৩-৮৬ ঃ প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা, এঙ্গেলস

১৮৭৮ ঃ অ্যান্টি-ড্যুরিং এর পুরাতন ভূমিকা, এঙ্গেলস

আমি নিশ্চিত নই এই তালিকা সম্পূর্ণ কিনা। শুধুমাত্র মার্কস ও মার্কসবাদকে জনপ্রিয় করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়েই এঙ্গেলস ভাল সংখ্যায় বই লিখেছিলেন । এখন আমি তাঁর বইগুলির কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাব। আমার এই উদ্ধৃতি-নির্বাচন হয়ত আপনাদের সকলকে সন্তুষ্ট নাও করতে পারে।

ল্যুডভিগ ফুয়েরবাক ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান

১৮৮৮ সালে লিখিত 'ল্যুডভিগ ফুয়েরবাক ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থে এঙ্গেলসের অমূল্য অবদানের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমি বলব। এই বইয়ের ভূমিকায় এঙ্গেলস তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে লিখেছেন, "হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, কীভাবে আমরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে রাজ্যে ভারত বনধে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

একের পাতার পর

শরিক এ আই কে কে এম এস। ১০ মাসের বেশি সময় ধরে দিল্লি সীমান্তে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। ইতিমধ্যেই ৬০০-র বেশি কৃষক শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন। হরিয়ানার কারনালে পুলিশের লাঠিতে শহিদ হয়েছেন কৃষক আন্দোলনের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক সুশীল কাজল। কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মাঝে আলোচনার ভান করলেও কৃষকদের মূল দাবি নিয়ে আলোচনা তারা সবসময় এড়িয়ে গেছে। ফলে কৃষক এবং সারা দেশের খেটে খাওয়া মানুষের সামনে একটাই রাস্তা সরকার অবশিষ্ট রেখেছে— ধর্মঘটের রাস্তা।

এস ইউ সি আই (সি) বনধে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছিল। সমর্থন জানিয়েছিল শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি, ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও, মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস সহ অন্যান্য বহু গণসংগঠন। বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা) বাড়িয়ে দিয়েছিল সমর্থনের হাত। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশ জুড়ে টানা প্রচার চালিয়ে গেছেন। মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন বিজেপি সরকারের মারাত্মক আক্রমণগুলি। হয়েছে অসংখ্য প্রচার সভা, মিছিল, জাঠা। অসংখ্য বাজার কমিটি, ব্যবসায়ী সমিতি, হকার সংগঠন, ক্লাব, ব্যাঙ্ক, সামাজিক সংগঠন সকল স্তরেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে চিঠি— দেশের অন্নদাতা কৃষকদের আহ্বানে সাড়া দিন, বনধকে সর্বাত্মক করে তুলুন। সর্বত্রই মানুষ এই আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন।

২৭ সেপ্টেম্বরের বনধ তাই সারা ভারতের খেটে খাওয়া মানুষের বাঁচার রাস্তা খোলার মরিয়া চেষ্টা। সকাল থেকেই দিল্লি অভিমুখী সমস্ত হাইওয়ে কৃষকদের অবরোধে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মিরাট, গাজিয়াবাদ, সিংঘুর দিক থেকে দিল্লির রাস্তা যেমন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তেমনই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দিল্লি-অমৃতসর হাইওয়ের উপরে কুরুক্ষেত্রের শাহবাদ। এক সাংবাদিক মন্তব্য করেন, রাজধানী আজ যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। দিল্লির এনআরসি আন্দোলনখ্যাত শাহিনবাগে মিছিল ও সভা হয়। দিল্লি শহরের নানা স্থানে বিক্ষোভে অংশ নেন শ্রমিক কর্মচারী ও অন্যান্য পেশার সাধারণ মানুষ। সারা উত্তর ভারতে রেল পরিষেবা কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। এসকেএম এবং এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে হরিয়ানার সোনেপত স্টেশনে সারা দিন অবরোধ চলে। রেওয়াড়িতে বিশাল কৃষক সমাবেশ ও মিছিল হয়। মধ্যপ্রদেশের গুনায় এআইকেকেএমএস-এর পক্ষ থেকে হয় রাস্তা অবরোধ। দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ সহ নানা রাজ্যে বহু সরকারি অফিস খোলেনি।

উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারত জুড়ে বনধের প্রভাব ছিল সর্বত্রই। বিজেপি শাসিত গুজরাটে বনধ ভাঙতে শান্তিপূর্ণ মিছিলকারীদেরও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। একইভাবে আসামের গুয়াহাটিতে প্রতিবাদকারীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে বিজেপি সরকারের পুলিশ, শিলচর, তেজপুরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। কর্ণাটকের রাইচুর, কালবুর্গিতে রাস্তা অবরোধে সামিল হন কয়েক শত মানুষ। ওই রাজ্যের গুলবর্গাতে বনধের সমর্থনে আগের দিন রাতে মশাল মিছিলে ঢল নামে মানুষের। ওড়িশার নানা স্থানে রেল ও সড়ক অবরোধ ছাড়াও পিকেটিং হয়। ভুবনেশ্বরে গ্রেপ্তার হন ২৫ জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী। পশ্চিমবঙ্গে সকাল থেকেই রেল অবরোধ, রাস্তা অবরোধ হয় জেলায় জেলায়। সর্বত্রই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার থেকে ২৭ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতার হাজরা ও শ্যামবাজার মোড়ে অবরোধ হয়। কলেজস্ট্রিটে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করেন। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক পোস্ট অফিস, নিমতৌড়ি মোড়ে বিক্ষোভ হয়। কোচবিহার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত সমস্ত জেলাতেই বিক্ষোভ, পিকেটিং চলে।

কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে বিধান সরণি হয়ে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর

এই বনধকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতা ও এ আই কে কে এম এসের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, দশ মাস ধরে চলা বীরত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলনের প্রতি এটা দেশের জনগণের আন্তরিক সমর্থনেরই প্রকাশ। এই আন্দোলন শুধু কৃষকদের আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন দেশ-বিদেশের একচেটিয়া পুঁজির আক্রমণের হাত থেকে সর্বস্তরের জনগণের জীবন ও জীবিকা রক্ষার আন্দোলন। দেশে বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে যে নতুন ধরনের ঐক্য গড়ে উঠেছে তা একচেটিয়া পুঁজির আক্রমণ প্রতিরোধে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করবে। তাঁরা বলেন, 'জয় আমাদের নিশ্চিত। আমরা লড়ব, আমরা জিতব।'

দিল্লির শাহিনবাগে বনধের দিন বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী মেধা পাটকর

মধ্যপ্রদেশের গুনায় বনধের দিন রাস্তা অবরোধ

বনধের দিন পাটনায় মিছিল

গুজরাটের ভদোদরায় শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

রেল অবরোধ। কেওনঝড়, ওড়িশা

কর্নাটকের রাইচুরে রাস্তা অবরোধ

বনধে শুনশান কলকাতার কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া

জেলায় জেলায় বনধে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

রাজ্য সম্পাদকের অভিনন্দন

সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে সারা ভারত বনধে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৭ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সকাল থেকে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ মিছিল, পিকেটিং ও রাস্তা অবরোধ হয়। রাজ্যে ২৭ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কলকাতার শ্যামবাজার ও হাজরামোড়ে অবস্থান হয় এবং হাজরা মোড় থেকে পুলিশ ৭ জন মহিলা সমেত ১৫ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। পুরুষ পুলিশরাই মহিলাদের টানা-হ্যাঁচড়া করে গাড়িতে তোলে। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ৬ জন, কোচবিহারে মাথাভাঙা থেকে ৫ জন এবং আলিপুরদুয়ার থেকে ১ জনকে গ্রেপ্তার করে।

বাঁকুড়ার খাতড়া, হিড়বাঁধ, মুকুটমণিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং, কুলতলি, জয়নগর, বিজয়গঞ্জ, বীরভূমের সিউড়ি, রামপুরহাট, উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া, কাঁচড়াপাড়া, বসিরহাট, পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদা, নিমতৌড়ি, এগরা, পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়নগড়, পিংলা, মেদিনীপুর শহর, দার্জিলিং-র শিলিগুড়ি, পশ্চিম বর্ধমানের চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, নদীয়ার দেবগ্রাম, কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি শহর, হুগলির শ্রীরামপুর, নালিকুল, হাওড়ার বালি, আন্দুল, ময়দান, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, হরিহরপাড়া, বেলডাঙা সহ আরও নানা জায়গায় মিছিল ও পিকেটিং হয়। জনসাধারণ লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও এবং উৎসবের মরসুমে ছোট দোকানদার ও হকাররা ব্যক্তিগত অসুবিধা সত্ত্বেও এই বনধকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করার জন্য আমরা দলের তরফ থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা অবিলম্বে উক্ত আইনগুলি প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি। তা না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

কোচবিহার

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

জলপাইগুড়ি শহর

রামপুরহাট, বীরভূম

মেদিনীপুর শহর

পুরুলিয়া শহর

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

আসামে বিজেপি সরকারের বর্বর আক্রমণ

একের পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির নেতারা সকলেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজের মুখ বাঁচাতে মনগড়া বহিরাগত শক্তির তত্ত্ব হাজির করেছেন। দেশের মানুষ জানে, শাসকরা সব সময় গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে প্রতিরোধের সামনে পড়লে বহিরাগত এবং উগ্রপন্থার তত্ত্বই হাজির করে। পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম, ওড়িশার জগৎসিংপুর, উত্তরপ্রদেশের নয়ডা, তামিলনাড়ুর কুদানকুলাম সর্বত্রই একই জিনিস দেখা গেছে। বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ সকলেই সংখ্যালঘু দরিদ্র মানুষগুলিকে দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন। তাঁরা আসামের মধ্যে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে থাকা ভাষাগত, ধর্মগত বিভেদকে সংকীর্ণ স্বার্থে খুঁচিয়ে তুলতে চাইছেন। আর তার জন্য নিরীহ মানুষের প্রাণ বাজি রাখছেন।

উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দরিদ্র সংখ্যালঘু জনসাধারণকে উচ্ছেদ করা ও গুলি চালিয়ে তিনজন নাগরিককে হত্যার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির আহ্বানে ২৪ সেপ্টেম্বর সারা আসামে শহিদ বেদি স্থাপন করা হয় এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। গুয়াহাটির উলুবাড়ির ভলভো পয়েন্টে দলের কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস বলেন, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে চালানো এই অন্যায় উচ্ছেদ অবিলম্বে বন্ধকরতে হবে। সম্পূর্ণ সরকারি মদতে চালানো এই অমানবিক এবং অনৈতিক উচ্ছেদে জনসাধারণের কোনও মঙ্গল সাধন হবে না বরং এই শক্তিগুলো এ ধরণের মানসিকতা পরিহার না করলে আসামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্তব্ধ হতে বাধ্য। আসামে বিরাজ করা উগ্র-প্রাদেশিকতাবাদী চিন্তার জন্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যতটুকু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, এখানে তাও ঘটেনি। তিনি রাজ্যের সকল অংশের জনসাধারণের উদ্দেশে আহ্বান জানান, জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলুন। মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা যাতে সম্ভবপর হয় সে জন্য সকল স্তরের খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য গড়ে তোলার জন্য রাজ্যের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান। গুয়াহাটি ছাড়াও গোয়ালপাড়া, ধুবুড়ী, দক্ষিণ শালমারা-মানকাছাড়, নলবাড়ি, শোণিতপুর, লখিমপুর, কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ইত্যাদি জেলাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শহিদবেদি স্থাপনের কর্মসূচি পালিত হয়।

আসামের গুয়াহাটিতে বিক্ষোভ

আসামের করিমগঞ্জে শহিদ স্মরণ

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব

তিনের পাতার পর

এই দর্শন থেকেই যাত্রা শুরু করেছি এবং কী করে তার সাথে ছেদ ঘটিয়েছি, সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা আমি ক্রমশই বেশি করে অনুভব করছিলাম।" (মার্কস এঙ্গেলস ঃ ভল্যুম ২, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৪৯)

"... হেগেলীয় দর্শন ও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে নানা দিক থেকেই ফুয়েরবাক অন্তর্বর্তী যোগসূত্র হলেও তাঁর কাছে আমরা কখনও ফিরিনি।" (মার্কস এঙ্গেলস ঃ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৪৯)

১৮৪৫ সালেই মার্কস এবং এঙ্গেলস মিলিতভাবে এই বিষয় নিয়ে একটা বই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা এর একটা পাণ্ডুলিপিও তৈরি করেন, যেটা সেই সময় প্রকাশ করা যায়নি। তেতাল্লিশ বছর পরে তিনি অনেক সমৃদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে হেগেল ও ফুয়েরবাকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে তাঁদের সাথে মার্কসবাদী দর্শনের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, নৈতিকতা সম্পর্কে ফুয়েরবাকের ধারণা মানবতাবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থকেই রক্ষা করে।

এখানে ভাববাদ ও বস্তুবাদের মৌলিক পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি বললেন, "চিন্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্কের প্রশ্নটি, ভাবের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কটিই হল সমস্ত দর্শনের সর্বপ্রধান প্রশ্ন।" (ঐ)

"এই প্রশ্নের যে যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকেরা দু'টি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন। যাঁরা প্রকৃতির তুলনায় ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত কোনও না কোনওভাবে জগৎ সৃষ্টির কথা কল্পনা করে নিয়েছেন ... তাঁরা গঠন করেছেন ভাববাদী শিবির। অন্যেরা যাঁরা প্রকৃতিকে প্রধান মনে করেছেন, তাঁরা বিভিন্ন বস্তুবাদী গোষ্ঠীতে অবস্থান করেন।" (ঐ)

এর পর তিনি হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "হেগেলের মতে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল ধারণার আত্মবিকাশ। পরম ধারণা শুধু যে অনন্তকাল ধরে অজ্ঞাত কোথাও অবস্থান করে তাই নয়, এটা বিদ্যমান বিশ্বের প্রকৃত জীবন্ত-আত্মাও। ... তারপর প্রকৃতি রূপে পরিবর্তিত হয়ে সেই ধারণা নিজেকে বিচ্ছিন্ন (অ্যালিয়েন্ট) করে নেয়, সেখানে প্রাকৃতিক আবশ্যিকতার মোড়কে তার এক নব-বিকাশ শুরু হয় আত্ম-চেতনাহীন ভাবে নয়, এবং শেষ পর্যন্ত পুনরায় তা মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা হিসাবে ফিরে আসে। তারপর হেগেলীয় দর্শন অনুযায়ী ইতিহাসে সেই আত্মচেতনা স্থূলরূপ থেকে আবার নিজেকে বিকশিত করে সেই পরম ধারণায় সম্পূর্ণরূপে নিজেতে প্রত্যাবর্তন করে। (ঐ)

"বস্তুবাদ অনুসারে প্রকৃতিই যেখানে একমাত্র সত্য, হেগেলীয় তন্ত্র অনুসারে সেখানে প্রকৃতি আসলে পরম ভাবসত্তার 'অন্যীভবন' (অ্যালিয়েনেশন) মাত্র, অন্য কথায় ভাবসত্তার অধঃপতনবিশেষ। সবকিছুর পরিণামে চিন্তা ও তার ফল অর্থাৎ ভাবসত্তাই হল আদি, প্রকৃতি হল তার থেকে উৎপন্ন বস্তু, তার অস্তিত্ব রয়েছে কেবল ভাবসত্তার অনুমতি সাপেক্ষে।" (ঐ) "...তাঁর মতে, ভাবসত্তার শুধু 'অন্যীভবন' হিসাবে প্রকৃতির কোনও কালগত বিকাশ সম্ভব নয়, তার শুধুমাত্র স্থানগত বৈচিত্র্য বহুগুণ প্রসারিত হতে পারে, যাতে তার মধ্যে বিকাশের সমস্ত স্তর একই সময়ে এবং পাশাপাশি প্রদর্শিত করে, একই প্রক্রিয়ার অনন্তবার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য।" (ঐ)

এঙ্গেলস দেখালেন, ফুয়েরবাক কীভাবে হেগেলের সাথে ছেদ ঘটিয়ে বস্তুবাদী হিসাবে শুরু করলেন, কিন্তু ভাববাদী ঐতিহ্যের বেড়িতে আটকে গেলেন, "ভাব থেকে বস্তু সৃষ্টি হয়নি, বরং ভাব হল বস্তুর সর্বোচ্চ সৃষ্টি। নিঃসন্দেহে এ কথা হল বিশুদ্ধ বস্তুবাদ। কিন্তু এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েই ফুয়েরবাক হঠৎ থেমে যান। তিনি প্রচলিত দার্শনিক সংস্কার অতিক্রম করতে পারেননি, যদিও সে সংস্কার বিষয়টার বিরুদ্ধে নয়, বস্তুবাদ নামটির বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'আমার কাছে বস্তুবাদ হল মানবিক সত্তা ও জ্ঞানের ইমারতের ভিত্তি। কিন্তু শারীরবৃত্তবিদের, সংকীর্ণ অর্থে প্রকৃতিবিজ্ঞানীর কাছে, যেমন মলেৎশ-এর কাছে বস্তুবাদ যা, আমার কাছে তা নয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পেশার দিক থেকে ওইটিই তার ইমারত। বস্তুবাদীদের সঙ্গে পেছনের দিকে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সামনের দিকে নয়।' (ঐ)

"এই 'ভিত্তি'টি সত্ত্বেও তিনি সাবেকী ভাববাদের বন্ধনে আবদ্ধ রইলেন, যে কথা তিনি এই বলে স্বীকার করেছেন যে, 'বস্তুবাদীদের সঙ্গে পেছনের দিকে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সামনের দিকে নয়!' কিন্তু এক্ষেত্রে ফুয়েরবাক স্বয়ং সামনের দিকে অগ্রসর হননি।" (ঐ)

এরপর ফুয়েরবাকের ধর্মসম্বন্ধীয় দর্শন ও নৈতিকতার মধ্যে ভাববাদ এবং তাঁর দ্বারা বিবৃত পার্থিব মানবতাবাদী নৈতিকতা সব যুগে ও সমস্ত শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য— এই ভুল ধারণার স্বরূপ এঙ্গেলস উন্মোচিত করেন।

"ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে ফুয়েরবাকের দর্শন দেখলেই তাঁর আসল ভাববাদটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। তিনি কোনও মতেই ধর্মের উচ্ছেদ চান না, তিনি ধর্মকে উন্নত করতে চান। দর্শনকে ধর্মের মধ্যেই বিলীন হতে হবে।" (ঐ)

"নিজেদের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত আত্মসংযম এবং অন্যদের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে ভালবাসা— কেবল ভালবাসা— ফুয়েরবাকের নৈতিকতার এই হল মূল নিয়ম। এ থেকেই অন্য সব কিছু উদ্ভূত হয়েছে।" (ঐ)

"... ফুয়েরবাকের নৈতিকতার তত্ত্ব তাঁর পূর্ববর্তী সকলের মতোই। সব যুগের, সব মানুষের এবং সব অবস্থার জন্য উপযোগী করে এটি তৈরি হয়েছে। এবং ঠিক এই কারণেই তা কোথাও কখনও প্রযোজ্য হতে পারে না।" (ঐ)

এখানে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, কীভাবে মার্কস ফুয়েরবাকের দৃষ্টিভঙ্গিকে নস্যাৎ করেছেন। "কিন্তু ফুয়েরবাক না করলেও সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হল। ফুয়েরবাকের নবধর্মের যে নির্যাস বিমূর্ত মানবপূজার কথা বলেছিল, তার পরিবর্তে এল বাস্তব মানুষেরা এবং তাদের ঐতিহাসিক বিকাশের বিজ্ঞান। ফুয়েরবাককে ছাড়িয়ে ফুয়েরবাকের দৃষ্টিভঙ্গির পরবর্তী বিকাশের সূত্রপাত করেছিলেন মার্কস ১৮৪৫ সালে তাঁর 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থে।" (ঐ)

মার্কসের একটি পুরানো ডায়েরিতে ফুয়েরবাক সম্পর্কে এগারোটা থিসিসের পয়েন্ট পেয়ে এঙ্গেলস প্রশংসা করে মন্তব্য করেছিলেন যে, "এগুলোতে নিহিত রয়েছে প্রজ্ঞাদীপ্ত নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির বীজ।" তাঁর বইয়ের পরিশিষ্টে এগুলো ছাপা হয়েছিল। আমি মার্কসের সেই ঐতিহাসিক থিসিসের কয়েকটা পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করতে চাই।

১) ফুয়েরবাক শুরু করেন ধর্মমূলক আত্ম-অন্যীভবন, একটা ধর্মীয় কল্পিত জগৎ ও বাস্তব জগৎ, বিশ্বকে এইভাবে প্রতিলিপিকরণের ঘটনাটি থেকে। ধর্মীয় জগৎকে তার ইহলৌকিক ভিত্তিতে পর্যবসিত করাই হল তাঁর কাজ। তিনি এইটি উপেক্ষা করেন যে, উক্ত কার্য সমাধার পর প্রধানতম কাজটিই বাকি থেকে যায়। কেন না, ইহলৌকিক ভিত্তিটি যে নিজের কাছ থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বাধীন এলাকা হিসাবে মেঘলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, এই ঘটনার একমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা হল এই ইহলৌকিক ভিত্তিটারই স্ববিভাগ এবং স্ববিরোধিতা। অতএব শেষোক্তটাকে প্রথমে তার স্ববিরোধের দিক থেকে বুঝতে হবে, তারপর এই বিরোধ দূর করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে হবে। ফলে যেমন ধরা যাক, পবিত্র পরিবারের রহস্য পার্থিব পরিবারে আবিষ্কৃত হবার পর, পার্থিব পরিবারটিকেই তত্ত্বগতভাবে সমালোচনা করা এবং ব্যবহারিক বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন।" (কার্ল মার্কস, ফুয়েরবাক সম্বন্ধে থিসিস সমূহ, মার্কস এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড ২, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৪৯)

২) ধর্মীয় সারার্থকে ফুয়েরবাক মানবীয় সারার্থে পর্যবসিত করেন। কিন্তু মানবীয় সারার্থ এমন একটা বিমূর্ত কিছু নয় যা প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মধ্যে নিহিত। বাস্তবপক্ষে তা হল সামাজিক সম্পর্কসমূহের যোগফল।

এই আসল সারার্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হননি বলেই ফুয়েরবাক বাধ্য হন,

(ক) ঐতিহাসিক বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আলাদা কিছু একটা জিনিস হিসাবে স্থিরবদ্ধ করে তুলতে এবং একটা বিমূর্ত— বিচ্ছিন্ন— ব্যক্তিমানুষকে ধরে নিতে।

(খ) তাই মানবিক সারার্থকে তাঁর পক্ষে কেবল বংশসত্তা হিসাবে, একটি আভ্যন্তরিক মূক সাধারণ গুণ হিসাবে গ্রহণ করাই সম্ভব যা দিয়ে বহু ব্যক্তিমানুষকে মেলানো যায় কেবল প্রাকৃতিক বন্ধনে।

৩) তাই ফুয়েরবাক দেখতে পান না যে, 'ধর্মীয় অনুভূতি' নিজেই হল একটা সামাজিক সৃষ্টি এবং যে বিমূর্ত ব্যক্তিটির বিশ্লেষণ তিনি করেন সেও প্রকৃতপক্ষে কোনও একটা নির্দিষ্ট সমাজরূপের অন্তর্ভুক্ত।

৪) মননসর্বস্ব বস্তুবাদের অর্থাৎ যে বস্তুবাদ সংবেদ্যতাকে ব্যবহারিক কর্ম হিসাবে বোঝে না, তার অর্জিত চরম বিন্দুটি হল 'নাগরিক সমাজের' অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে ধ্যান।

৫) পুরনো বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল 'নাগরিক' সমাজ। নতুন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল মানবিক সমাজ বা সমাজীকৃত মানবজাতি।

৬) দার্শনিকেরা কেবল জগৎকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হল তাকে পরিবর্তন করা।

ড্যুরিং-এর থিসিসের বিরুদ্ধে

ইউজেন ড্যুরিং, দর্শনগত দিক থেকে যিনি ভাববাদী, মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রবাদে আমূল বিপ্লব আনার দাবি নিয়ে আবির্ভূত হলেন এবং এঙ্গেলস বাধ্য হলেন ১৮৯৪ সালে অ্যান্টি-ড্যুরিং গ্রন্থ প্রকাশ করে তার স্বরূপ উদঘাটন করতে। এই বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি আমি শোনাচ্ছি। "...অতএব মানুষ একটি স্ববিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে; একদিকে তাকে সমস্ত আন্তঃসম্পর্কগুলি সমেত জাগতিক পদ্ধতিটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করতে হচ্ছে এবং অন্যদিকে মানুষ ও জাগতিক পদ্ধতি —উভয়েরই অন্তর্নিহিত চরিত্রের জন্য সম্পূর্ণভাবে এই কর্তব্য সম্পাদন করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়ে উঠবে না। কিন্তু এই স্ববিরোধিতা পৃথিবী ও মানুষ — শুধুমাত্র এই দুইয়ের অন্তর্নিহিত চরিত্রের মধ্যেই লুকিয়ে নেই— বরং সমস্ত বৌদ্ধিক অগ্রগতির পেছনে এটাই প্রধান চালিকাশক্তিও বটে। এবং এই স্ববিরোধিতা মানব ইতিহাসের অন্তহীন প্রগতিশীল বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন নিরন্তর তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি অসীম শ্রেণি এবং ধারাবাহিক ভগ্নাংশগুলির মধ্যেই গাণিতিক সমস্যাগুলি তাদের সমাধান খুঁজে পাচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে, জাগতিক পদ্ধতির প্রতিটি ভাবগত প্রতিচ্ছবিকে বস্তুগতভাবে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং মনোগতভাবে স্রষ্টার শারীরিক ও মানসিক গঠন সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং করে রাখে।"

মানুষের প্রয়োজন থেকে অঙ্কশাস্ত্রের উৎপত্তি এবং বাস্তব জগতের সাথে তার সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন— "বিশুদ্ধ গণিত বস্তুর স্থান-সংক্রান্ত এবং বাস্তব জগতের পরিমাণগত সম্পর্কগুলি নিয়েই কাজ করে— অর্থাৎ এমন উপকরণ নিয়ে কাজ করে যা একেবারেই বাস্তব। এই উপকরণ যে চূড়ান্ত বিমূর্ত রূপে প্রতিভাত হয়— এই ঘটনা এর উৎপত্তিকে বহির্জগত থেকে কেবলমাত্র আপাতভাবে আড়াল করতে পারে।"

"বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো গণিতেরও

সাতের পাতায় দেখুন

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব

ছয়ের পাতার পর

জন্ম হয়েছিল মানুষের প্রয়োজন থেকেই— জমির মাপ, পাত্রের ধারণ-ক্ষমতার পরিমাণ, সময় গণনা এবং বলবিদ্যা থেকে।”

“কালের অন্তহীনতা, দেশ (স্থান)-এর অসীমতা— শুরু থেকে এবং শব্দগুলির সরল অর্থে এই কথাই বোঝায় যে, কোনও বিশেষ দিকে— সামনে কিংবা পিছনে, উপরে কিংবা নিচে, ডানদিকে কিংবা বামদিকে— কোথাও কোনও অন্ত নেই।”

পদার্থের গতি সংক্রান্ত বিষয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন, “গতি হচ্ছে বস্তুর অস্তিত্বের শর্ত। কখনও কোথাও গতিকে বাদ দিয়ে বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না এবং থাকা সম্ভবও নয়।”

“বস্তু ছাড়া গতির মতোই গতি ছাড়া বস্তুও অকল্পনীয়। অতএব বস্তুর মতোই গতিও সৃষ্টি করা যায় না এবং ধ্বংস করা যায় না।”

সমাজের শ্রেণি বিভাজন এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপর তার প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ “... যেহেতু এতদিন পর্যন্ত সমাজ শ্রেণিবিরোধের পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছে, ঠিক সেই কারণেই নৈতিকতা সব সময়েই শ্রেণি-নৈতিকতা হিসাবেই বিদ্যমান থেকেছে। হয় তা শাসক শ্রেণির আধিপত্য ও স্বার্থের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে, না হয়, যখনই শোষিত শ্রেণি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তখনই তা শাসক শ্রেণির আধিপত্যের বিরুদ্ধে শাসিত শ্রেণির বিদ্রোহ ও ভবিষ্যতের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নেই, মানবিক জ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত শাখার তো নৈতিকতার ক্ষেত্রেও সামগ্রিকভাবে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও শ্রেণি-নৈতিকতার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারিনি। শ্রেণি-বিরোধগুলির ঊর্ধ্বে অবস্থিত ও এই বিরোধগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃত একটি প্রকৃত মানবিক নৈতিকতা একমাত্র সেই সমাজেই গড়ে ওঠা সম্ভব, যে-সমাজে শুধুমাত্র শ্রেণি-বিরোধগুলির অবসান ঘটেনি, সমাজের ব্যবহারিক জীবনেও এইসব বিরোধের স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছে গিয়েছে।”

সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক

১৮৯২ সালের ‘ইংরাজি সংস্করণের বিশেষ মুখবন্ধ’-এ এঙ্গেলস এই বইটি রচনার পরিপ্রেক্ষিত এবং কেন তিনি বইটি লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন তা তুলে ধরেন। এই বইতে তিনি যেমন সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ের এবং রবার্ট ওয়েনের মতো প্রখ্যাত ‘কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী’দের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন, তেমনি তাদের ধারণার বিরোধিতা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা থেকে মার্কস-প্রসূত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদই সমাজতান্ত্রিক সমাজে পৌঁছানোর একমাত্র পথ, যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটবে। এখানে তিনি প্রমাণ করলেন, কেন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের ধারণাগুলি ভ্রান্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারণাগুলি সঠিক। এঙ্গেলসের এই রচনার কিছু কিছু অংশ আমি তুলে ধরছি। “পূর্বের সমাজতন্ত্রের ধারণা অবশ্যই উৎপাদনের প্রচলিত পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও তার পরিণাম সম্পর্কে সমালোচনা করেছে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা জানা ছিল না, এবং সেইজন্য এর উপর প্রাধান্য লাভ করা ছিল তার অসাধ্য। সম্ভব ছিল শুধু মন্দ বলে এগুলিকে বর্জন করা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যা অনিবার্য, শ্রমিক শ্রেণির উপর সেই শোষণকে এই পূর্বতন সমাজতন্ত্র যতই সজোরে ধিক্কার দিতে থাকল ততই এ কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে সে অক্ষম হয়ে উঠল, কী সেই শোষণ, কীভাবে তার উদ্ভব হল। সে জন্য দরকার ছিল, (১) পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে তার ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে তার অনিবার্যতার মধ্যে দেখানো এবং সেই হেতু তার অনিবার্য পতনের কথাও উপস্থিত করা, এবং (২) তার মূল চরিত্র উদঘাটন করা, যা তখনও ছিল অজ্ঞাত। এই কাজ সম্পন্ন হল উদ্বৃত্ত মূল্যের আবিষ্কারে।” (মার্কস এঙ্গেলস রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড)

“ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার শুরু এই প্রস্তাব থেকে যে, মানুষের জীবনের ভরণপোষণের উপায়ের উৎপাদন এবং উৎপাদনের পর উৎপাদিত বস্তুর বিনিময়— এই হল সমস্ত সমাজ কাঠামোর ভিত্তি। ... সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের চূড়ান্ত কারণ মানুষের মস্তিষ্কে নয়, শাশ্বত সত্য ও ন্যায়বিচারের প্রতি মানুষের উন্নত অন্তর্দৃষ্টির মধ্যেও নয়, খুঁজতে হবে উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনগুলির মধ্যে। ‘দর্শন’-এর মধ্যে নয়, তা খুঁজতে হবে প্রতিটি বিশেষ যুগের ‘অর্থনীতি’র মধ্যে।”

“দ্বান্দ্বিকতার প্রমাণ হল প্রকৃতি, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে বলতেই হবে যে, দিন দিন বেড়ে চলা অতি মূল্যবান উপাদান দিয়ে এ প্রমাণ সে দাখিল করে চলেছে এবং দেখিয়েছে যে, শেষ বিচারে প্রকৃতির ক্রিয়া অধিবিদ্যামূলক নয়, দ্বন্দ্বমূলক। নিয়ত পৌনঃপুনিক একটা বৃত্তে চিরকালের জন্য একইভাবে সে ঘোরে না, সত্যকার একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই তার যাত্রা। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ডারউইনের। সমস্ত জৈবসত্তা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং স্বয়ং মানুষ কোটি কোটি বছরের এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল— এটা প্রমাণ করে প্রকৃতির অধিবিদ্যামূলক ধারণার বিরুদ্ধে তিনি চরম আঘাত হানেন।” (চলবে)

প্রকাশিত হচ্ছে
প্যারি কমিউন
১৫০ বছরে ফিরে দেখা

বনধের সমর্থনে পথে কর্মীরা

বনধের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে রাস্তা অবরোধ

বনধের দিন দিল্লিতে এআইইউটিইউসি সহ শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ বিক্ষোভ

লাঙল দিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ

তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে দলের কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর

বনধের দিন উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে মিছিলে পুলিশের বাধা

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

ফেল করা মেডিকেল ছাত্রদের পাশ করিয়ে দেওয়া বিপজ্জনক

মেডিকেলে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের পাশ করিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, 'ফেল করা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারি পরীক্ষার্থীদের যেভাবে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ও তৃণমূল বিধায়ক নির্মল মাজি মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে নির্দেশ দিয়ে পাশ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাতে এ রাজ্যের মেডিকেল শিক্ষা দুর্নীতিতে কেমন আকণ্ঠ নিমজ্জিত তা পরিষ্কার হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে এর আগেও এমন নানারকম অভিযোগ উঠেছে। আমরা অবিলম্বে তদন্ত সাপেক্ষে এই দুর্নীতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

এই ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে এআইডিএসও ২৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায় ও উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দেয় (ছবি)।

২৪ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটে সামিল স্কিম ওয়ার্কাররা

ভারতে প্রায় এক কোটি মহিলা শ্রমিক বিভিন্ন স্কিমে (আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড ডে মিল কর্মী ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মী) কর্মরত, যাঁরা মা ও শিশুদের অপুষ্টি দূর করা কাজে নিয়োজিত। কিন্তু এই শ্রমিকরা তাঁদের নিজস্ব পেশাগত ক্ষেত্রে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। তাদের নেই কোনও সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান। প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, ইএসআই সহ সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত, এমনকি ন্যূনতম মাইনেটুকুও তাদের জোটে না, নেই স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি। করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করে চললেও সুরক্ষা বর্ম এবং করোনা ভাতা নামমাত্র। সরকার ঘোষণা করলেও এই সকল কর্মীরা ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এমতাবস্থায় এ আই ইউ টি ইউ সি সহ আটটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এর পক্ষ ২৪ সেপ্টেম্বর স্কিম ওয়ার্কারদের সর্বভারতীয় হরতাল পালিত হয়। ধর্মঘটের দিন উলুবেড়িয়ায় সভায় বক্তব্য রাখেন অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার অ্যান্ড হেল্পার ইউনিয়নের পক্ষে শুক্লা ঘোষ, মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষে প্রতিমা মণ্ডল ও আশা কর্মী ইউনিয়নের পক্ষে মালবিকা দাস। শেষে এ আই ইউ টি ইউ সি-র হাওড়া গ্রামীণ জেলা সংগঠক নিখিল বেরা ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধ সফল করার আহ্বান জানান।

বাঙ্গালোরে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ। ২৪ সেপ্টেম্বর

চিকিৎসক খুনের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি

সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনপ্রিয় মহিলা চিকিৎসক সুচিত্রা সিং সর্দার হাসপাতালের ভিতরেই সরকারি আবাসনে খুন হয়েছেন। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সরকারি চিকিৎসক সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস এই ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ওড়িশায় দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাসের আকস্মিক মৃত্যুতে ওড়িশায় দলের নতুন রাজ্য সম্পাদক হলেন কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। ৮ সেপ্টেম্বর কটকে অনুষ্ঠিত ওড়িশা রাজ্য কমিটির সভায় নতুন রাজ্য সম্পাদকের নাম প্রস্তাব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিষ্ণু দাস। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১৪ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু সরকারি গাফিলতিতেই

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ২৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, গত ৩ দিনে উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, মালদা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বছরেও বর্ষায় রাজ্যে ১৯ জনের মর্মন্তুদ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই ধরনের মৃত্যু রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডব্লিউবিএসইডিসিএল, সিইএসসি ও রাজ্য সরকারকে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে একাধিকবার জানানো হলেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি।

প্রতি বছরই বর্ষার জমা বিদ্যুতায়িত জলের ছোঁয়ায়, জলে ভেজা বিদ্যুৎ স্তম্ভের খোলা তারের ছোঁয়ায়, বিদ্যুতবাহী ঝুলন্ত ছেঁড়া তারে স্পৃষ্ট হয়ে, আবার কোথাও দরজা ভাঙ্গা বা খোলা ফিডার বক্স থেকে বিদ্যুতায়িত জমা জলের ছোঁয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এই ধরনের মৃত্যু ঘটছে। এর জন্য দায়ী কে? রাজ্য সরকার, কলকাতা কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কি তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে ? সিইএসসি, ডব্লিউবিএসইডিসিএল কি এই দায় এড়াতে পারে? যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ কোথায়? মাশুলবৃদ্ধির দিকে যত নজর নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের সেই তৎপরতা ও যত্ন নেই কেন?

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আবারও দাবি জানিয়েছে অ্যাবেকা। মৃতদের নিকট আত্মীয়কে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

পর্যাপ্ত ত্রাণের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে এস ইউ সি আই (সি)-র চিঠি

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাঁচ দফা দাবি অবিলম্বে পূরণ করার জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিল এস ইউ সি আই (সি)। চিঠিতে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, বারবার নিম্নচাপ জনিত বর্ষণের ফলে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপন্ন। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর, পাঁশকুড়া সমেত সমগ্র শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক তীব্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সোয়াদিঘী খাল এবং সংলগ্ন নাসা খালগুলির সংস্কার না হওয়ায় জলনিকাশি ব্যবস্থা তীব্র সংকটে। পাট, সবজি, ধান সবই জলের তলায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে মানুষ দুর্ভোগের সম্মুখীন। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের ২, ৪, ৫ ও ৬নং অঞ্চল, পিংলা ব্লকের ৭, ৯ ও ১০ নং অঞ্চল জলের তলায় এবং নারায়ণগড় ব্লকের খুড়শী ও কুশবশান অঞ্চল কেলেঘাই নদীর জলে প্লাবিত। স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেলেঘাই, কপালেশ্বরী ও কাঁসাই নদী এবং তার শাখা খালগুলো দ্রুত সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি। উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে ধান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, সন্দেশখালি ব্লকে ধান চাষ ও মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, মিনাখা ও হাড়োয়া ব্লকে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, বসিরহাট পৌরসভায় জল নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ ওয়ার্ড জলে প্লাবিত। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা, পাথরপ্রতিমা সমেত বিভিন্ন ব্লকে ধান ও পান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া জমা জলে বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিনে আরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি—১) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) অবিলম্বে ধান, সবজি ও পান চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, ৩) যাদের বাড়ি ভেঙেছে পুনর্নির্মাণের জন্য তাদের আর্থিক সাহায্য দিতে হবে, ৪) নদী বাঁধ যেখানে যেখানে ভেঙেছে তা অবিলম্বে শক্ত করে মেরামত করতে হবে, ৫) সমস্ত প্রকার কৃষিঋণ মকুব করতে হবে। অন্যান্য যে সমস্ত জেলাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানেও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com